দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN 26 2000
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আরকাইভাল রেকর্ডস ও গ্রন্থের দুর্লভ ও আকর্ষণীয় প্রদর্শনী দেখতে দর্শকদের ব্যাপক কৌতূহল

আশীষ-উর-রহমান শুভ

"ওগগা মানুষ্যের দুয়া পোয়া আছিল। ছোড় য়া তার বায়ার কইল বায়জি আর হিচ্ছার সম্পত্তি আঁরে দেয়। তান যা আছিল তায়ারে ভাগ করি দিল..." তার পর ভাগবাটোয়ারা নিয়ে পিতা-পুত্রে সৃষ্টি হলো বিবাদ-বিসম্বাদ। সে এক দীর্ঘ কাহিনী, শেষতক আদালত পর্যন্ত গড়াল বিষয়টি। অবশ্য এটি কোন বাস্তব ঘটনা নয়, বানানো কাহিনী। এর রচয়িতা জেডি এন্ডারসন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এ কাহিনীটি তিনি রচনা করেছিলেন এক শ' বছরেরও আগে- ১৮৯৬ সালে। সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি অবশ্য এ কাহিনীর জন্ম দেননি, তাঁর এই রচনাকর্ম ছিল নিছকই বিচারকর্মের প্রয়োজনে। সে সময়ে ইংরেজ বিচারকরা বিচারের এজলাসে বসে বাঙালীদের বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক ভাষার মর্মার্থ অনুধাবনে অপারগ হয়ে পড়তেন। ফলে বিচারকার্য সম্পাদনে ভয়ানক অসুবিধার মধ্যে পড়ে যেতেন তাঁরা। এই সমস্যার সুরাহা করার জন্য সরকারীভাবে বিভিন্ন ভাষার আঞ্চলিক ভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য লেখক নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচারকার্যের সময় বিচারকের হাতের কাছে আইনের বইয়ের পাশাপাশি এ রকম একখানা করে ভাষাগ্রন্থও থাকত সে সময়।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত জেডি এন্ডারসনের গ্রন্থটি এখন ইচ্ছা হলে কৌতূহলীরা দেখে আসতে পারেন আগারগাঁওয়ে আরকাইভাল রেকর্ডস ও গ্রন্থ প্রদর্শনীতে। গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী। বাংলা ১৪০৫ সালে প্রকাশিত সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠগ্রন্থ পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদফতর ১৯৯৮ সাল থেকে নিয়মিত এই পুরস্কার প্রদান করছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান। আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সালমা ইসলাম। পুরস্কারপ্রাপ্ত বই ও লেখকরা হলেন ঃ সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ – 'এ ডিভাইডেড লিগেসি ঃ দি পার্টিশন ইন সিলেকটেড নভেলস অব ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এ্যান্ড বাংলাদেশ', লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক নিয়াজ জামান। ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ– 'প্রত্নতত্ত্ব ঃ উদ্ভব ও বিকাশ' লেখক প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের উপপরিচালক মোশারফ হোসেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ– 'বিবর্তন বিদ্যা', লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ম. আখতারুজ্জামান। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা। প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, এই

১৯৩০ সালে চালু হওয়া গোয়ালন্দ-কলকাতা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্রথম স্টীমার-প্রিন্সেস মেরি –জনকণ্ঠ

পুরস্কারের অর্থমূল্য মুখ্য নয়, স্বীকৃতি এবং সম্মাননাই প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান। তিনি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

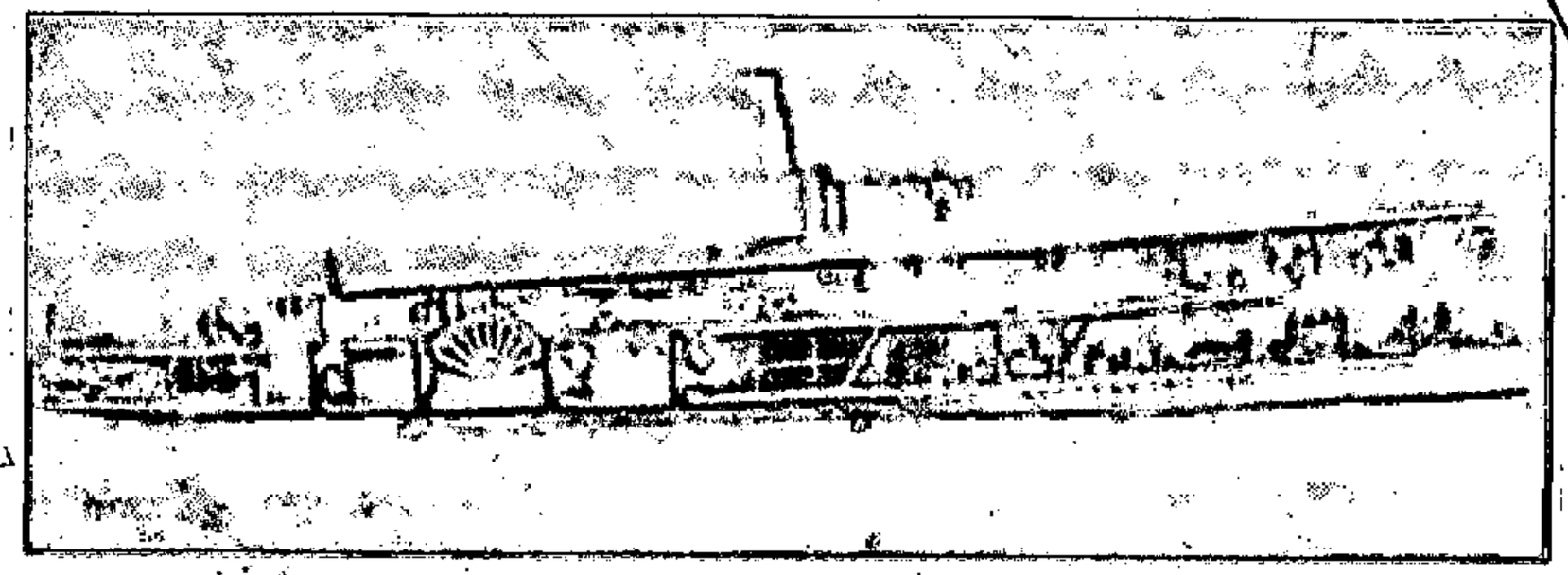

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দর্শকরা ব্যাপক কৌতূহল নিয়ে প্রদর্শনীর আরকাইভাল নিদর্শনাদি ঘুরে দেখেন। প্রদর্শনীর দু'টি অংশ। এক অংশে প্রদর্শন করা হয়েছে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের কিছু কিছু গ্রন্থ। অপর অংশে আরকাইভাল রেকর্ডস। এখানে নিদর্শন রাখা হয়েছে পঞ্চাশটি। আরকাইভস-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক মীর ফজলে আহমেদ জানালেন, আমাদের জাতীয় আরকাইভস-এর সংগ্রহ করা নথিপত্র, পুস্তক ও নিদর্শন মিলিয়ে মোট সংখ্যা সাত লাখের ওপরে। প্রদর্শনীর জন্য এর মধ্য থেকে চমকপ্রদ কিছু নিদর্শন বাছাই করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে ওয়ারেন হেস্টিংস নামের ১৬ বছরের কিশোরের এক চাকরির আবেদনপত্র আছে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সরকারী দফতরের লেখক পদের জন্য। ঐ চাকরি অবশ্য তিনি পাননি, পরে এই হেস্টিংস ভারতবর্ষের প্রথম গবর্নর জেনারেল হয়ে এসেছিলেন। এমনি সব আকর্ষণীয় এবং দুর্লভ নিদর্শন রয়েছে প্রদর্শনীতে, যার মধ্যে আছে বহুল আলোচিত ভাওয়াল রাজার মামলার নথি, পলাশীর যুদ্ধের মানচিত্র (জেমস রেনেলকৃত), ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের প্রথম স্টীমার, ১৯৩০ সালের প্রিন্সেস মেরির চিত্র, আফিমসেবী ভারতীয়দের ব্যাপারে তদন্ত রিপোর্ট, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর চিঠি– পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে পাঠানো, দু'শতাধিক বছরের আগেকার তুলট কাগজে লেখা মহাভারত এবং বিখ্যাত তালপাতার পুঁথি প্রভৃতি। সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজ দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচীতে বিকালে রয়েছে 'একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় আরকাইভস-এর ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার, মূল প্রবন্ধ পড়বেন অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী ও অধ্যাপক ডঃ

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

আরকাইভাল

(১২-এর পাতার পর)

শরীফ উদ্দিন আহমেদ। সমাপনী দিনের সেমিনারের শিরোনাম 'একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা'। মূল প্রবন্ধ পড়বেন অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুন। প্রদর্শনী খোলা থাকবে প্রতিদিন অফিস সময়ে। আগ্রহীরা ঘুরে দেখে আসতে পারেন এসব দুর্লভ নিদর্শন।

সয়াবিন ও হাউজকিপিং শীর্ষক সেমিনার

শেরে বাংলা নগরস্থ সমাজসেবা মিলনায়তনে গতকাল বেসরকারী সংস্থা গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা ও জাপানের উন্নয়ন সংগঠন জেলকুকো তমো-নো-কাই-এর যৌথ আয়োজনে সয়াবিন ও হাউজকিপিং শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণউন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী কমিটির সভাপতি আনোয়ার হোসেন, প্রধান অতিথি ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক গিয়াস উদ্দিন পাঠান, বিশেষ অতিথি ছিলেন তমো নো-কাই প্রতিনিধি তাদাকো কেবায়া, স্বাগত ভাষণ দেন গণউন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক আতাউর রহমান। প্রথম অধিবেশনে সয়াবিন তেলের পুষ্টিমান ও চাষাবাদের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং স্লাইডে জাপানী চাষীদের সয়াবিন চাষের চিত্র দেখানো হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে হাউজকিপিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক নিলুফার বেগম। গৃহ ব্যবস্থাপনায় পরিবারের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, পুরনো কাপড়ের ব্যবহার প্রভৃতি আলোচনায় প্রাধান্য পায়। প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক এই পর্বটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।